“মহা প্রস্থানের পথে পঞ্চ পান্ডব, যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গযাত্রা ও নরকদর্শন”

মনোজ কুমার সাহা

মহাভারতের সবচাইতে আকর্ষণ হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে তার জ্ঞাতিদের বিনাশ। এজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতা দুঃখ করে অর্জুনকে বলেছে, যাঁরা শত শত নৃপতি ও দৈত্যগণকে হত্যা করে কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ জয় করেছিল, তুমি ও নারদমুনি যাঁকে সনাতন বিষ্ণু বলে জানতে, সেই গোবিন্দ যদুবংশের ধ্বংস নিজে দেখেছেন, তিনি জ্ঞাতিদের রক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু ইচ্ছা করেননি। তবে শ্রীকৃষ্ণ ঋষিশাপকে মেনে নিয়েই যাদবগণের বিনাশ দেখেছেন। এজন্য আমার কিছু বলারও ছিল না।

অর্জুন যখন যাদবগণের ধ্বংস, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং বলরামের মহাপ্রস্থানের কথা যুধিষ্ঠিরকে বর্ণনা করলেন, তখন ধর্মরাজ বললেন, মহাকালই সকল প্রাণীকে আকর্ষণ করে, তিনি আমাকেও আহ্বান করেছেন। ভাইদের বললেন তোমাদের সিদ্ধান্ত তোমাদের নিকট। ভীম, অর্জুন, নকুল সহদেব সকলেই বললো, আমরাও কালের প্রভাব প্রত্যাক্ষাণ করতে চাই না।

ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবের সম্মতি পেয়ে যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করলো। যুযুৎসুর রাজ্যপালের ভার দিয়ে যুধিষ্ঠির শুভদ্রাকে বললেন তুমি এদের রক্ষা কর। যেন অধর্ম না হয়। পরে যুধিষ্ঠির ও তার চার ভাই মিলে বসুদেব, বলরাম ও কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধদি ক্রিয়া সম্পাদন করলেন এবং ব্যাস, নারদ, মার্কন্ডেয় ভরদ্বাজ ও যাজ্ঞবাল্ক্যকে ভোজন করালেন। ব্রাক্ষণগনকে ধনরত্ন দান করলেন।

যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতের শিক্ষার ভার দিলেন কৃপাচার্যকে এবং প্রজাগণকে রাজসভায় ডেকে মহাপ্রস্থানের মনোস্কামনা জানালেন। পঞ্চপান্ডবদের মহাপ্রস্থানের কথা জেনে নারীগণ উচ্চ রবে ক্রোন্দন করতে লাগলো। প্রজাগণ যুধিষ্ঠিরকে বারণ করতে লাগলো। কিন্তু যুধিষ্ঠির তার মহাপ্রস্থানের সংকল্পে অটল রইলো।

যুধিষ্ঠির, তার ভ্রাতাগণ এবং দ্রৌপদী সমস্ত পোষাক ত্যাগ করে বল্কল পরিধান করলো এবং মহাযজ্ঞ করে শুদ্ধ অগ্নি জলে নিক্ষেপ করলো। পরে তারা হস্তিনাপুর থেকে যাত্রা শুরু করলো। পুরবাসীগণ সকলে পঞ্চপান্ডবের সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত গমন করলো। নাগকন্যা উলূপী গঙ্গায় প্রবেশ করলো। চিত্রঙ্গদা মনিপুরে গেলেন এবং অন্যসব পান্ডবপত্নীগণ হস্তিনাপুর পরীক্ষিতের নিকট রইলো।

পঞ্চপান্ডব ও দ্রৌপদী উপবাস করে পূর্ব দিকে যেতে থাকলো, একটি কুকুর তাঁদের সঙ্গ নিলো। তাঁরা বহুদেশ ঘুরে লোহিত সাগরের কুলে উপস্থিত হলো। অর্জুন মহাপ্রস্থানে বের হলেও এ পর্যন্ত তার ধনু, তূন ত্যাগ করেনি। অগ্নি মূর্তিমান হয়ে সামনে এসে দাড়ঁলো। বললো আমি অগ্নি। অর্জুনের আর ধনুর প্রয়োজন নেই, আমিই এই ধনু এবং তুন বরুণের নিকট থেকে এনে দিয়েছিলাম। এখন বরুণকে এগুলি প্রত্যার্পণ করতে হবে। কৃষ্ণের চক্রও তার নিকট থেকে চলে গিয়েছে, যথাসময়ে আবার ফিরে আসবে।

অর্জুন অগ্নির কথা শুনে ধনু এবং তুন জলে নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিও আকাশে অন্তর্হিত হলেন। পান্ডবগণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন, প্রথমে তারা দক্ষিণদিকে গমন করলেন, পরে লবন সমুদ্রের উত্তর পার্শ্ব দিয়ে পশ্চিমদিকে গেলেন। দ্বারকাপুরী সাগর প্লাবিত দেখে উত্তর দিকে যেতে থাকলেন। পান্ডবগণ হিমালয় অতিক্রম করে বালুকার্নব ও মেরু পর্বত ঘুরে যোগযুক্ত হয়ে সামনে এগুতে থাকে। এসময় দ্রৌপদী যোগভ্রষ্ট হয়ে মহাপ্রস্থানের পথে ভুপতিত হলেন। ভীম তখন চিন্তাযুক্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, দ্রৌপদী কখনো অধর্ম করেনি, তাহলে কেন তার মহাপ্রস্থান ঘটলো। যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন, দ্রৌপদী সব সময় অর্জুনকে ভীন্নদৃষ্টি দিয়ে পক্ষপাত করতেন, এটি তারই ফল। যুধিষ্ঠির আর কোন কথা না বলে, দ্রৌপদীর দিকে না তাকিয়ে সামনে এগুতে থাকে।

একটু সামনে এগিয়ে সহদেবের মহাপ্রস্থান ঘটলো। ভীম বললো, ভাই সহদেবের কোন অহংকার ছিলো না, সর্বদা আমাদের সেবা করতো। ওর কেন এভাবে মহাপ্রস্থান ঘটবে? যুধিষ্ঠির বললো, সহদেব মনে করতো ওঁর চেয়ে বিজ্ঞ এবং জ্ঞানী কেউ নেই। এটি জীবন ধ্বংসকারী একটি অহংকার। একথা বলে যুধিষ্ঠির সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন।

সামনে এগিয়ে নকুল পতিত হলো। ভীম বললো, মহারাজ আমাদের অতুলনীয় রুপবার ভাই কখনো ধর্মভ্রষ্ট হননি, সর্বদা আমাদের পাশে রয়েছে, সর্বদা আমাদের আদেশ পালন করেছে। ইনি মহাপ্রস্থানে গেলেন কেন। যুধিষ্ঠির বললেন, নকুল মনে করতো তাঁর তুল্য রূপবান পৃথিবীতে কেউ

নেই। নকুল তার কর্মের ফল পেয়েছে। তুমি আমার সঙ্গে এগিয়ে চলো।

দ্রৌপদী, নকুল ও সহদেবের মহাপ্রস্থান দেখে অর্জুন শোকার্ত এবং ক্লান্ত হয়ে পড়লো। অবশেষে অর্জুনেরও মহাপ্রস্থান ঘটলো। যুধিষ্ঠিরকে ভীম বললো, আমাদের ভাইটি কখনো মিথ্যা বলেনি। কখনো কাউকে পরিহাস করেনি। তাহলে তার এমন দশা কেন হলো? যুধিষ্ঠির বললো, অর্জুনের অহংকার ছিলো, গর্ব ছিলো, সে এমন কথা বলতো যে, সে একদিনেই সকল শত্রু নিধন করবেন। কিন্তু তিনি তা পারেননি। তিনি অন্য ধনুর্ধরদের অবজ্ঞা করতেন, নিষ্ঠাবান পুরুষের এমন অহঙ্কার থাকা উচিত নয়। এমনটি বলে যুধিষ্ঠির সামনে এগুতে থাকলেন।

এবার ভীমের মহাপ্রস্থানে সময় উপস্থিত হলো। ভীম বললো, মহারাজ এবার আমি পতিত হচ্ছি। আমি আপনার অবাধ্য হইনি কখনো আমি আপনার নির্দেশ মতো যুদ্ধ করেছি, তাহলে আমার পতন হচ্ছে কেন? যুধিষ্ঠির বললো, তুমি অধিক খেতে, তুমি অন্যের শক্তি না জেনে নিজের শক্তি নিয়ে গর্ব করতে। তোমার মধ্যেও অহঙ্কার ছিলো। যুধিষ্ঠির ভীমের পতন দেখে সামনে এগুতে থাকে। এসময় একটি কুকুর তার পিছনে পিছনে আসতে থাকলো। এমন সময় যুধিষ্ঠির দেখতে পেলো, আকাশ অপূর্ব আলোয় আলোকিত হচ্ছে ভূমি কেঁপে কেঁপে উঠছে, ইন্দ্র রথারোহণে সামনে অবতীর্ণ। ইন্দ্র বললো, তুমি এই রথে আরোহণ করো স্বর্গে যাবে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকাভিভূত হয়ে বললেন, আমার ভ্রাতরা আমার সঙ্গে এসেছিলো, দ্রুপদ রাজপুত্রী আমাদের স্ত্রী দ্রৌপদ্রী এসেছিলো, তাদের মহা প্রস্থান ঘটেছে, তাদের ফেলে আমি একা স্বর্গে যাবো কি করে, তাঁদেরও নিয়ে চলুন। ইন্দ্র বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, তাঁরা দেহত্যাগ করে স্বর্গে গেছেন, তুমি সশরীরে স্বর্গে যাবে, সেখানে গিয়ে তুমি তাদের দেখতে পাবে। যুধিষ্ঠির তখন বললো, আমার একজন ভক্ত পথসঙ্গী হয়েছে, আমি তাকে সঙ্গে নিতে চাই। সে আমার সঙ্গে থাকা এই কুকুর। ইন্দ্র বললেন মহারাজ তুমি অমরত্ব লাভ করেছ, তুমি স্বর্গসুখ ভোগ করবে। তোমাকে এই ভক্ত কুকুরকে ত্যাগ করতে হবে। যুধিষ্ঠির বললেন, এই ভক্ত কুকুরকে ত্যাগ করে আমি কোন ঐশ্বর্য চাই না। ভক্তকে ত্যাগ করলে আমার ব্রক্ষহত্যা তুল্য পাপ হবে। আমার নিজের দিব্য ঐশ্বর্য্যের জন্য আমি এই কুকুরকে ত্যাগ করতে পারি না। ইন্দ্র বললেন, কুকুরের দৃষ্টি পড়লে যজ্ঞ, প্রসাদ, দান এগুলি নষ্ট হয়। তোমার ভ্রাতাগণ ও প্রিয় পত্নীকে তুমি ত্যাগ করেছ, অথচ মোহবলে এই কুকুরকে তুমি ছাড়তে চাচ্ছ না কেন? যুধিষ্ঠির বললেন, সহস্র লোচন মৃতদের জীবিত করা যায় না। এজন্য তাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে না। কিন্তু শারণাগতকে ত্যাগ করা পাপ। মিত্র বধের মতো পাপ।

সেই মুহূর্তে কুকুররূপী ভগবান ধর্ম নিজ মূর্তি ধারণ করে বললো, মহারাজ দ্বৈতবনে তুমি ভীম, অর্জুনের পরিবর্তে নকুলের জীবন চেয়ে স্নেহের বিভাজনে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছ। স্বর্গে যাওয়ার দেবরথ তুমি ত্যাগ করতে চেয়েছ। আমি কুকুর রূপ ধারণ করে তোমায় পরীক্ষা করেছি। এবার তুমি রথে আরোহণ করো। তুমিই একমাত্র মানব, যে স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হবে।

যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের দিব্য রথে আরোহণ করলো। সঙ্গে থাকলো ধর্ম, ইন্দ্র, মরুদগণ এবং দেবতাবৃন্দ। স্বর্গে উপস্থিত হলে দেবর্ষি নারদ উচ্চস্বরে বললো, কুরুরাজ যুধিষ্ঠির যশ, তেজ ও দিব্য সম্পদে সকলকে অতিক্রম করেছেন। এজন্য তিনি সশরীরে স্বর্গে এসেছেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, আমার ভ্রাতারা যেখানে আছেন, ভালো হোক মন্দ হোক আমি সেখানেই যেতে চাই। ইন্দ্র বললো, মহারাজ তুমি পরমসিদ্ধি লাভ করে এখানে এসেছো, তুমি এখানেই বাস কর। তোমার ভ্রাতারা এখানে আসার যোগ্যতা অর্জন করেননি। এখানে দেবর্ষি ও সিদ্ধগণ রয়েছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, দেবরাজ যেখানে আমার ভ্রাতারা আছে, সেখানে আমার নারীশ্রেষ্ঠা পত্নীও আছে, আমি সেখানেই যাব।

যুধিষ্ঠির চারদিকে তাকিয়ে দেখে দুর্যোধন দেবগণ ও সাধ্যগণের মধ্যে বসে আছেন। ধর্মরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে বললো, এখানে দুর্যোধন কেন? যে লোক দ্রৌপদীকে সভামধ্যে নিগৃহীত করেছিল, যার জন্য আমরা বনে কষ্ট ভোগ করেছি, যার জন্য যুদ্ধে বহু আপনজন বিনষ্ট হয়েছে, সেই লোভী দুর্যোধনের সঙ্গে আমি থাকবো না। আমি আমার ভ্রাতাদের নিকট যাব।

নারদ সহাস্যে বললো, মহারাজ দূর্যোধন ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করে স্বর্গলাভ করেছে, তাকে স্বর্গবাসী সকলে সম্মান করে। এখন বৈরীভাব ত্যাগ করো, স্বর্গে কোন বিরোধ থাকে না। যুধিষ্ঠির বললো, অধর্মাচারী, পাপী, সুহৃদদ্রোহী দূর্যোধন এখানে থাকলো আর আমার ভ্রাতারা কোথায়? কর্ন, সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ,

শিখন্ডী, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ এরাইবা কোথায়? আমি সবাইকে দেখতে ইচ্ছা করি। তারা যেখানে আছে, আমিও সেখানে যাব, সে স্থানই আমার জন্য স্বর্গ। দেবগণ যুধিষ্ঠিরকে বললো, ঠিক আছে তাহলে তুমি যাও। তাঁরা একজন দেবদূতকে বললো, তুমি ধর্মরাজকে তাঁর আত্মীয় স্বজনের নিকট নিয়ে যাও। দেবদূত পাপীরা যে পথে যায়, সেই পথ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে চললো। দেবগণের ইশারা রয়েছে যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করাবার। এই পথ ঘন তমশাবৃত, পাপীদের চিৎকার, রক্ত আর মাংসে কর্দমাক্ত অস্তি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মৃতদেহ, মশক, মক্ষিকা, কীট পতঙ্গে ভরপুর, বাঘ, ভাল্লুকে ঘেরা পথ। চতুর্দিকে আগুন জ্বলছে, পর্বতাকার প্রেতগণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছিন্ন বাহু, ছিন্ন পদ, রক্তাক্ত মৃতদেহ সর্বত্র পড়ে আছে। এই পচাগন্ধযুক্ত পথে যুধিষ্ঠির যেতে যেতে তপ্তজলপূর্ণ দূর্গম নদী পার হলেন। পাপীদের কষ্ট ভোগও দেখলেন এই কটুগন্ধযুক্ত দূর্গম পথে আর কত দূর যেতে হবে? এই কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারছি না, আমি ফিরে যেতে চাই। দেবদূত বললো, মহারাজ আপনি শান্ত হউন, দেবগণের নির্দেশ রয়েছে। আপনি শান্ত হলেই আপনাকে আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

যুধিষ্ঠির এসময় কিছু করুন চিৎকার শুনতে পেল। তারা চিৎকার করে বলছে, ধর্মরাজ আমাদের জন্য এখানে কিছু সময় থাকুন। আপনার আগমনে সুগন্ধযুক্ত পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। আপনার আগমনে আমাদের কষ্ট নিবৃত হয়েছে, সুখ এসেছে। যুধিষ্ঠির তখন প্রশ্ন করলো, আপনারা কে, এখানে কি করছেন? তখন চিৎকার করে চারদিক থেকে উত্তর এলো, আমরা কর্ণ, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুন্ম, দ্রৌপদী ও দ্রৌপদ্রী পুত্র। যুধিষ্ঠির ভাবলেন কোন পাপের ফলে দেবগণ এদের এই পাপগন্ধময় স্থানে রেখেছেন। যুধিষ্ঠির দুঃখে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে দেবদূতকে বললেন, দূত তুমি দেবগণকে গিয়ে বলো, আমি ফিরে যাব না। আমার ভ্রাতারা আমার আপনজন এখানেই আছে। আমাকে পেয়ে তারা আনন্দ অনুভব করছে, তাদের কষ্ট লাঘব হয়েছে।

দেবদূত ফিরে গিয়ে ইন্দ্র এবং দেবগণকে সবকিছু জানালেন। কিছু সময় পর ইন্দ্র দেবগণকে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট এলেন। চারপাশের ঘোর তমশা কেটে গেলো, সুগন্ধযুক্ত শীতল পবিত্র বায়ু বইতে শুরু করলো। ইন্দ্র বললো, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, দেবগণ তোমার স্বজন ভক্তি দেখে প্রিত হয়েছেন। সকল মানুষেরই পাপপূণ্য থাকে। যার পাপ বেশী এবং পূণ্য কম, সে প্রথমে স্বর্গভোগ করে, পরে নরকে যায়। যার পূণ্য বেশী এবং পাপ কম, সে প্রথমে নরক ভোগ পরে, পরে স্বর্গে যায়।

তুমি দ্রোণকে অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ দিয়ে প্রতারিত করেছিলে, বিব্রত করেছিলে, সে কারণে দেবগণ তোমাকে ছল করে নরক দেখার ব্যবস্থা করেছে। তোমার ভ্রাতারা, দ্রোপদী এবং অন্যারাও বিভিন্ন সময় ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করায়, নরক দেখেছে। কর্ন পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন। তুমি ত্রিলোকপাবনী দেবনদী আকাশগঙ্গায় স্নান করে, মনুষ্যদেহ ত্যাগ করো এবং দিব্য দেহ ধারণ করে যেখানে পান্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রগন অবস্থান করছে, সেখানে যাও। তোমরা কেউ নরকভোগের যোগ্য নও, তুমি যা এতোসময় দেখলে সবই আমার মায়া।

ইন্দ্রের কথা মতো যুধিষ্ঠির দেবনদী আকাশগঙ্গায় স্নান করে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করে যেখানে পান্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রগন অবস্থান করছে, সেখানে গেলেন।